গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-১ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	২৮/০৩/২০২৩ খ্রি:
সভার সময়	বেলা ১২.০০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকল কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা এবং চলমান প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বার্ষিক অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, সংস্থা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান ১৩টি প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনার আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও ভৌত অগ্রগতির বাস্তব অর্জন; প্রকল্প সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য সমাধানকল্পে বিগত মাসের এডিপি সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অগ্রগতি এবং প্রকল্প ভিত্তিক সার্বিক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা)-কে অনুরোধ করা হয়।

০২। সভার প্রারম্ভে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সংশোধিত এডিপি সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে কোন পর্যবেক্ষণ বা সংশোধনীর প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ১০৬৩.১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যার মধ্যে জিওবি অর্থের পরিমাণ ১০৪৯.৩৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১৩.৮২ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ৭০২.৪৭ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৬৬.০৭%। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৪১.৫১ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৪৮.৬২%। জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে জাতীয় গড় অগ্রগতি ৩২.১০%।

০৪। সভায় এ পর্যায়ে উপসচিব (পরিকল্পনা ১ শাখা) সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন যে, প্রকল্পের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২২-২৩ প্রকাশিত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৯২.৯১ কোটি

টাকা। ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্ত করা হয়েছে ৮৮.৩৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৫.০৮%। প্রকল্প ০২টির অনুকূলে ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৫৯.১৮ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৬৬.৯৯%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৫৭১.০০ কোটি টাকা। ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৩৯১.৬৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৬৮.৬০%। প্রকল্প ০২টির অনুকূলে ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৮৭.৭০ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৪৭.৯২%। কারা অধিদপ্তরের ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ৩৯৯.০৬ কোটি টাকা। ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ২২২.২৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৫৫.৭০%। ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯৪.৬৩ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৪২.৫৮%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০১টি নতুন প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে মোট ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অবমুক্ত করা হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০%। এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যয় করা হয়নি।

০৫। <u>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>

(ক) <u>১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ৬১৭.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪৮২.১৭ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৬৭.০০ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৬৫.৬৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৭.৯৫%। ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৬.৪৭ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৫৫.৫৭%।

প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ১১টি স্টেশনের মধ্যে ০৪টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্তকৃত ০৪টি স্টেশনের মধ্যে (১) গাজীপুর জেলার সারাবো (কাশিমপুর) মর্ডাণ ফায়ার স্টেশন ২৮/০৯/২০২২ তারিখে (২) সাভার সেনানিবাসস্থ জিরাবো, সাভার মডার্ণ ফায়ার স্টেশন ১১/১২/২০২২ তারিখে এবং (৩) রুপপুর গ্রীনসিটি, পাবনা ফায়ার স্টেশন ০৭/০৩/২০২০২৩৩ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে। অপর ০১টি (৪) গাজীপুর চৌরাস্তা মডার্ণ ফায়ার স্টেশন মার্চ ২০২৩ এর মধ্যে হস্তান্তর করা হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী অবহিত করেছেন। আগামী জুন, ২০২৩ এর মধ্যে (১) রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর-৮৮% (২) কোনাবাড়ী, গাজীপুর-৬৫% (৩)কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম-৯৮% (৪) কাঁচপুর ব্রিজ, নারায়ণগঞ্জ-৮০% এই ৪টি মডার্ণ ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে। অবশিষ্ট ৩টি স্টেশনের মধ্যে (১)কালুরঘাট, চট্টগ্রাম এর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৪০%। (২) শিবু মার্কেট, ফতুল্লা নারায়ণগঞ্জ এর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৮% এবং (৩) রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পাবনা এর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৩৬%। গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জানান যে, জুন, ২০২৩ এর মধ্যে কালুরঘাট, চট্টগ্রাম স্টেশনের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শেষ হবে। তবে ফিনিশিংয়ে আরো দুই-তিন মাস সময় বেশি লাগতে পারে।

গত ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে স্থাপিত ফায়ার স্টেশনটি প্রকল্প পরিচালক পরিদর্শন করেন। তিনি জানান যে, একতলার কাজ শেষ হয়েছে এবং দোতলার কলামের কাজ চলমান রয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, নারায়ণগঞ্জ জেলার শিবু মার্কেট ফতুল্লা, মডার্ণ ফায়ার স্টেশনের সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের আকস্মিক মৃত্যুর কারণে জুলাই/২০২২ হতে প্রায় ০৭ মাস প্রকল্প এলাকার কাজ বন্ধ রয়েছে। কাজটির অগ্রগতি ৮% (Pile Drive) সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক প্রকল্প দপ্তরকে অবহিত করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে চুক্তি বাতিল পূর্বক অবশিষ্ট কাজের (Remaining works) পুন:দরপত্র ২৭/১১/২০২২ তারিখে আহ্বান করা হয়েছে এবং এর মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক সভায় আরোও অবহিত করেন যে, ১১টি ফায়ার স্টেশনের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ আরো ছয় মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে এবং প্রস্তাবটি ভৌত অবকাঠামো বিভাগের মন্তব্যসহ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, প্রকল্পের অগ্রগতি অনেক ভালো। আশা করা যায় যে, আগামি ডিসেম্বর ২০২৩ মাসের পূর্বেই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। সভাপতি নারায়ণগঞ্জের শিবুমার্কেট আগামি ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ হওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর বলেন, শিবু মার্কেটের ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে এবং ডিসেম্বরের আগেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে গণপূর্ত অধিদপ্তরে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আরো বলেন যে, ঠিকাদারের আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় পাওয়ার অব এটর্নির মাধ্যমে কাঁচপুর ব্রিজ ফায়ার স্টেশনের কিচেন ভবন নির্মাণের জন্য রিটেন্ডার করা হয়েছে। আশা করা যায় এ অর্থ বছরের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হবে।

প্রস্তাবিত মেয়াদের মধ্যে কাজ শেষ হবে কিনা সভাপতি জানতে চাইলে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন যে, নতুন ঠিকাদার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, কাজের গুনগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ আগামী ডিসেম্বরের পূর্বেই সমাপ্ত করা সম্ভব হবে। সভায় ১১ মডার্ণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, গাজীপুর জেলার রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা ও কোনাবাড়ি মডার্ণ ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ প্রদেয় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। গত ১৭/১০/২০২২ তারিখে প্রাথমিক মূল্যায়ন এবং ৩১/১০/২০২২ তারিখে কারিগরি মূল্যায়ন সম্পন্ন করে এ প্রকল্পের ২৩টি প্যাকেজের ৪০ প্রকার অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি সংগ্রহের নিমিত্ত প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ কারিগরী মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করে ১০ প্রকার সরঞ্জামাদির নোয়া ০৮/১২/২০২২ তারিখে প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট সরঞ্জামাদির পুন:দরপত্র ২০/০২/২০২৩ তারিখে উন্মুক্তকরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন করতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিবিড়ভাবে তদারকি করতে হবে;

(খ) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন;

(গ) ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Projectপ্রকল্প:

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, বৈদেশিক কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে ৮০.৬২ কোটি টাকা (জিওবি ১৯.০৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬১.৫৯ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৬০.১৮ কোটি টাকা। এ

প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৪.৬৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ জিওবি ১২.০৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩.৮২ কোটি টাকা মোট ২৫.৯১ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে জিওবি অংশে ১২.০১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০.৭০ কোটি টাকা মোট ২২.৭১ কোটি টাকা । অগ্রগতি ৮৭.৬৫%। প্রকল্পটির ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় জিওবি অংশে ১২.৪১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৮.৪৬ কোটি টাকা মোট ৭০.৮৭ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রকল্পের মোট অগ্রগতি ৮৭.৯১%। প্রকল্পটি গত ডিসেম্বর ২০২২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) দক্ষিণ কোরিয়া ও স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল দিয়ে কন্ট্রোল সিস্টেম চালু রাখতে হবে। প্রকল্পে নির্ধারিত জনবল কাঠামো মোতাবেক পদ সৃজন, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;

(খ) প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

(গ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ৪৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৬)	১) গত ০৬/০৪/২০২২ তারিখ অধিদপ্তর হতে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করে (০২টি স্টেশন বিহীন উপজেলাসহ) গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট অংশ প্রেরণ করা হয়েছিল। জমির পরিমান বৃদ্ধি, স্টেশন ভবনের নকশা সংশোধন, প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি রিপোর্ট প্রণয়নের কারণে পুনরায় ০৪/১০/২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হলে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়ন করে এ অধিদপ্তরে প্রেরণ করেছে। ইতোমধ্যে আরো নতুন ০২টি স্টেশন (আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল-নারায়ণগঞ্জ এবং যশোদল-কিশোরগঞ্জ) এ প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করে ৪৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রেখে পুনরায় ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গত ১৮/১২/২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হলে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য ২৯/১২/২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হলে সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকেগত ১৯/০২/২০২৩ তারিখে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রণয়ন করে ডিপিপি পুনরায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি রিপোর্টসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১৫/০৩/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৫৪টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (মার্চ ২০২২ হতে জুন ২০২৫)	(১) দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি (সমাপ্তকৃত ১৫৬ (সংশোধিত ১৪৩) প্রকল্প ও ২৫ (সংশোধিত ৪৬) প্রকল্প থেকে বাদ পড়া ২০টি এবং নতুন অন্তর্ভুক্ত ১১টি) গত ০৩/০২/২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১০/০২/২০২২ তারিখের নির্দেশনামতে ডিপিপির কিছু অংশ সংশোধন করণসহ সক্ষম ও কার্যকরী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফিজিবিলিটি সম্পন্ন করে পুনঃপ্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান। উক্ত নির্দেশনা ও চাহিদার আলোকে নতুন ১৩টি এবং জরাজীর্ণ ০৭টিসহ সর্বমোট (৩১+২০)=৫১টি ফায়ার স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করে এ অধিদপ্তরে ডিপিপির অংশের কাজ সম্পন্ন করে পুর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ০৭/০৯/২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হলে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়ন করে এ অধিদপ্তরে প্রেরণ করেছে। ইতোমধ্যে আরো ০১টি স্টেশন (শিবপুর-নোয়াখালী) এ প্রকল্পে নতুন অন্তর্ভূক্ত করে ৫২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রেখে পুনরায় ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গত ০৮/১২/২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হলে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য ২৯/১২/২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে গত ১৯/০২/২০২৩ তারিখের প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রণয়ন করে ডিপিপি পুনরায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।বর্ণিত প্রকল্পে আরো ২টি (নারিকেলবাড়ীয়া-যশোর, পিয়ারপুর-জামালপুর)স্টেশন অন্তর্ভূক্ত করে(৫২+২) টি স্টেশন স্থাপন সংস্থান রেখে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি রিপোর্টসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি র্মাচ/২০২৩মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রেরণ করা হবে। গত ২৭/০৩/২০২৩ তারিখে এ প্রকল্পের যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই-বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়েছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৩.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ০২টি বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	গত ২০/১২/২০২১ তারিখে যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত এবং গত ২২/০৯/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবনের পরিবর্তে ০২টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন (মিরপুর ও সদরঘাট) নির্মাণের সংস্থান রেখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে ০৮/১১/২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হলে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক ভুলত্রুটি সংশোধনপূর্বক পুনরায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সেমতে ডিপিপি সংশোধন করে অনুমোদনের জন্য ৩০/০১/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৮/০৩/২০২৩ তারিখে এ প্রকল্পের যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ০২টি উপজেলা সদর স্টেশন প্রকল্প থেকে বাদ দিয়ে ৫৪ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

৪.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/১২/২০২৫)	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে গত ১৩/১২/২০২২ তারিখে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্পটির উপর গত ০৬/০২/২০২৩৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মতে এ অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ চলমান রয়েছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

০৬। **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:**

(ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ১৬২.৩৪১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটি গত ০২.০৮.২০২২ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ থেকে ১৭/১০/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির অনুমোদনের আদেশ জারি করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ২৫/১০/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন (জিও) জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তাকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ২০.০০ লক্ষ টাকা আরএডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নতুন প্রকল্প হিসেবে ০৫টি প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত ০৩টি প্রকল্পের মধ্যে ০৮ বিভাগীয় শহরে ১২ জেলায় মাদকাসক্তি সনাক্তকরণ পরীক্ষা (ডোপ টেস্ট) প্রবর্তন প্রকল্পের পিইসি সম্পন্ন হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের পরিচালন বাজেটের আওতায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত ০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) প্রকল্পের ডিপিপি ০২টি গণপূর্ত অধিদপ্তরে পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মো: মাহবুব বলেন যে, গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউল ২০২২ সম্প্রতি হালনাগাদ করা হয়েছে। উক্ত রেট সিডিউল অনুযায়ী এপ্রিল ২৩ এর মধ্যেই ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। সভাপতি মহোদয় গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে এপ্রিল, ২০২৩ এর মধ্যে ডিপিপি চুড়ান্ত করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে পিপিআর অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;

(খ) ০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) প্রকল্প ০২টি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

০৭। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	০৮টি বিভাগীয় শহরে এবং ১২টি জেলায় মাদকাসক্ত সনাক্তকরণে ডোপ টেস্ট প্রবর্তন (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	১১/১২/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়- ৪.১) মাদকাসক্ত সনাক্তকরণ পরীক্ষার ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ যে সকল সংস্থা উক্ত কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত তাদের গ্রহণযোগ্য কারিগরি বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে মাদকাসক্ত সনাক্তকরণ তথা ডোপ টেস্টের বিষয়ে একটি চূড়ান্ত ও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে; ৪.২) প্রণীত উক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের পরিচালন বাজেটের আওতায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে গত ২২/১২/২০২২ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নীতিমালার প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
২.	০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	পূর্বে প্রকল্পে ৫ একর জমির সংস্থান ছিল। সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত প্রকল্পে ১০ একর জমির সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগ থেকে ১০ একর জমি পাওয়া গেছে। জমির ডিজিটাল সার্ভে-কে বিবেচনায় নিয়ে, লে-আউট এবং স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করার জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়। স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটির স্থানিক নকশা এবং ফিনিশ শিডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত হয়েছে। অনুমোদিত নকশা ও জমির পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।	১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২।গণপূর্ত অধিদপ্তর
৩.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) (০১/০৭/২০২২ হতে ০১/০৬/২০২৫)	উক্ত প্রকল্পের উপর গত ১২ মে, ২০২২ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা হয়েছে। যাচাই কমিটির সভায় পূর্বে প্রস্তাবিত দুইটি ভবনের পরিবর্তে একটি ভবন নির্মাণ এবং উক্ত ভবনের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত হয়। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা এবং স্থানিক নকশা সংশোধন করা হয়েছে এবং অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত হয়েছে। সংশোধিত প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা এবং স্থানিক নকশা প্রেরণপূর্বক সে মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য ২৬/০১/২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।	১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২। স্থাপত্য অধিদপ্তর

০৮। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:

(ক) বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভায় উল্লেখ করেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে ৪৬৩৫.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৯৪৩.৫০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৩.৪৯%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৫১৫.০০ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৩৫৭.৮২ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৬৯.৪৮%। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৫৯.২৮ কোটি টাকা যা অবমুক্ত অর্থের ৪৪.৫১ %। উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ রয়েছে ৫১৫.০০ কোটি টাকা। গত ২৭/০৩/২০২৩ তারিখে ৮৪.০০ কোটি টাকার এলসি ওপেন করা হয়েছে। অপারেশন সাপোর্ট বাবদ ৩১.০০ কোটি টাকা ছাড় করা হবে। এলসি-৪ এপ্রিল ২০২৩ এর মধ্যে ওপেন করা হবে এতে খরচ হবে ২১৮.০০ কোটি টাকা। বরাদ্দের সব টাকাই খরচ করা যাবে। মালামাল সংক্রান্ত স্টক টেকিং শেষ হয়েছে এবং গত ০৭ নভেম্বর জমা দেওয়া হয়েছে। দেশের বিমান বন্দর ও স্থল বন্দর গুলোতে ই-গেট যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের প্রস্তাব গত ০৩ জানুযারি ২০২৩ তারিখে ৪২ জন জনবলের চাহিদা ডিআইপিতে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিআইপি'র অনুমোদন সাপেক্ষে তা সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। স্টক টেকিং শেষ হওয়ার অন্তত ০৬ মাস আগে বুকলেট সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে তিনি বলেন যে, এলসি-৩ এর মাধ্যমে ১৫ লক্ষ বুকলেট পাওয়ার কথা। তন্মেধ্যে নতুন ৩ লাখ ৮৪ হাজার বুকলেট ষ্টোরে জমা হয়েছে পরবর্তীতে আরো ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার বুকলেট এপ্রিল ২০২৩ এর মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌছাবে। মে ও জুনে ২০২৩ এর মধ্যে আরো ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার করে বুকলেট পাওয়া যাবে। পরবর্তীতে এলসি-৪ এর মাধ্যমে আরো ২৫ লক্ষ বুকলেট অক্টোবর ২০২৩ এর মধ্যে পাওয়া যাবে। এলসি-৫ এর জন্য ২০২৩-২৩ অর্থবছরে ১০৯০ কোটি টাকার মতো বাজেট চাওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে উপসচিব (পরি-১) জানান যে, সিলিং এর সীমাবদ্ধতার কারণে ই-পাসপোর্টকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অর্থ বিভাগ হতে ৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পিআইসি ও পিএসসি সভা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ০৩টি পিআইসি ও ০২টি পিএসসি সভা সম্পন্ন হয়েছে। ৩য় পিএসসি সভা আগামী ৩০ মার্চ এবং ৪র্থ পিএসসি সভা আগামী মে ২০২৩ সম্পন্ন করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) দেশের বিমান বন্দর ও স্থল বন্দর গুলোতে ই-গেট যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) স্টক শেষ হওয়ার অন্তত ছয় মাস আগে বুকলেট সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) বলেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ১২৮.৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৮৪.২৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮২%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৫৬.০০ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৩৩.৮৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৬০.৪৬%। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৮.৪১ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৮৩.৯০%।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের সবগুলো আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের পূর্ত কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি ভবনের তিনতলা ছাদ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ২১টি জেলায় পাসপোর্ট অফিস নির্মাণের সংস্থান রয়েছে তন্মেধ্যে প্রথম পর্যায়ে ০৮টির মধ্যে ০৪টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে বাকি ০৪টির নির্মাণ কাজ আগামী জুন ২০২৩ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। অবশিষ্ট স্টেশনগুলোর নির্মাণ কাজ আগামী সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, যে সমস্ত পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে সেসব স্থানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কোনো প্রোগ্রাম থাকলে সে সময়ে উদ্বোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কোনো প্রোগ্রাম না থাকলে মাননীয় মন্ত্রির মাধ্যমে উদ্বোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ সংক্রান্ত সমাপ্ত স্টেশনগুলোর ০১টি তালিকা সভাপতি মহোদয়ের নিকট প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হলেও চট্টগ্রাম অফিসের লিফট সংগ্রহের জন্য বারবার টেন্ডার করেও সফল দরদাতা বাজেট ঘাটতির কারণে নির্বাচন করা যাচ্ছে না। লিফটের জন্য প্রাক্কলন ছিল ৬০.০০ লক্ষ টাকা। প্রথম টেন্ডারে সর্বনিম্ন দরদাতা ছিল ৯০.০০ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় টেন্ডারে প্রথম বারের চেয়ে কম ছিল কিন্তু প্রাক্কলন ব্যয়ের চেয়ে অধিক ছিল। তৃতীয় টেন্ডারে প্রাক্কলন ব্যয়ের চেয়ে ২৯% বেশি দরে সর্বনিম্ন দরদাতা টেন্ডার জমা করেন। চট্টগ্রাম পাসপোর্ট অফিসের লিফট সংযোজনের জন্য নির্বাচিত দরদাতা প্রতিষ্ঠান বিষয়টিতে অনাগ্রহ ও অসম্মতি প্রদান করায় গণপূর্ত ই/এম বিভাগ/২ কে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করে লিফট সংযোজনের বিষয়টি সুরাহা করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। লিফট সংযোজনের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে, ঠিকাদার কর্তৃক লিফট সরবরাহ করতে অপারগতা প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের মতামত নিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী এডিপি মাসিক সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(খ) আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পাসপোর্ট অফিসের লিফট সংযোজনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের মতামত নিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ উত্তরায় নির্মিতব্য বহুতল ভবন (০১/১২/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। । স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভবনের নকশা অনুমোদন হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে এবং প্রকল্পটিকে আগামী অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্টঅধিদপ্তর (২)গণপূর্ত অধিদপ্তর (৩) স্থাপত্য অধিদপ্তর

০৯। কারা অধিদপ্তর-এর প্রকল্পসমূহ:

-

(ক) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ২৮৮.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৮০.৩৩ কোটি টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৬২.৫৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮১%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৩০.০০ কোটি টাকা, অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ২৮.১৩ কোটি টাকা। যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৩.৭৭%। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭.৪৫ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ২৬.৪৮%। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রদানকৃত কার্যাবলী চলমান রয়েছে। গত মার্চের ২০২৩ এর ১৫-১৬ তারিখে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি দেখতে পান যে, মসজিদের কাজ চলমান আছে, স্কুলের দ্বিতীয় তলার ছাদ ঢালাই শেষ হয়েছে এবং ৪ তলা হাসপাতালের ২য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। আগামি এপ্রিল ২০২৩ মাসের ১০ তারিখে ৩য় তলার ছাদ ঢালাই শুরু করা হবে। তিনি আরো বলেন যে, গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী পরিবর্তন হওয়ার কারণে বর্তমান কাজের গতি অনেক বেড়েছে। সংশোধিত বরাদ্দের বিষয়ে তিনি আরো বলেন যে, বর্তমান অর্থবছরে ৩০ কোটি টাকার মধ্যে ১৫% সংরক্ষণ রেখে অবমুক্তযোগ্য অর্থ খরচ হবে। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কিনা তা জানতে চান। এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জানান যে, কাজের গতি ধীর হওয়ার আশঙ্কায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় নি। কারা মহাপরিদর্শক বলেন যে, বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরে শেষ হবে না। প্রকল্প মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব অতি শীঘ্রই সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে হবে এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ করতে হবে;

(খ) নির্দিষ্ট মেয়াদে প্রকল্পটি সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব জরুরিভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট আইটেমসমূহের ক্রয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ৯৮.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৫৫.৫৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৬.৫৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৯%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৪৮.০৮ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৮.১৬ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ১৬.৯৭%। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫.৩৪ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৬৫.৪৪%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এ প্রকল্পের সকল অঙ্গের টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, এ প্রকল্পের কাজ দ্রুত সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ থেকে টাকা ছাড় অত্যন্ত প্রয়োজন। পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।। কম্পিউটার ও আসবাবপত্র খাতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্রে ৫০% ব্যয় করার নির্দেশনা থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতা বাড়ছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) অর্থ বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে বিদ্যমান ক্রয় সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) মাসভিত্তিক নতুন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি জোরদার করতে হবে;

(গ) প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে হবে;

(গ) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে ১২৭.৬১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৮৩.০৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৫.০৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৫.০০ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় এখনো প্রকল্পের কোনো ব্যয় করা যায় নি। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১১/০১/২০২৩ তারিখে পিইসি সভা হয়েছে। পিইসি কার্যবিবরণী মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে ভৌত অবকাঠামো বিভাগে গত ০২/০৩/২০২৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো বিভাগ হতে একনেক এ প্রেরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সংশোধিত ডিপিপি দ্রুততার সাথে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সমন্বয় করতে হবে;

(খ) মনিটরিং কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঘ) কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। এ প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৭.৩২ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ২০.৯৭ কোটি টাকা। এখনো ব্যয় করা হয়নি। এ প্রকল্পের আওতায় মোবাইল ফোন জ্যামার ক্রয় ব্যতীত এ পর্যন্ত ক্রয়/সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি ৩২টি কারাগারে স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, একনেক সভার আলোচনায় মোবাইল ফোন জ্যামার ক্রয়ের জন্য ক্রয় পদ্ধতি পরিবর্তন হয়ে ডিপিএম পদ্ধতিতে করা যেতে পারে মর্মে মত প্রকাশ করা হয় । একনেক থেকে প্রশাসনিক আদেশ পাওয়ার পর জ্যামার ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পটিকে ০৬ মাস মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব নির্ধারিত ফরমেটে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব নির্ধারিত ফরমেটে আগামি ৩১/০৩/২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঙ) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে ৬০৭.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৭৭.৩৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১২.৭৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৫.৫০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ১৬০.০১ কোটি টাকা, অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৯৭.৮৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৬১.১৪%। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২২.৪৮ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ২২.৯৭%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, কারা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গত ২১-০৯-২০২২ তারিখে ১ম সংশোধিত ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগে গত ০১-১২-২০২২ তারিখের প্রকল্প যাচাই-বাছাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জোন 'সি' এর

সাব জোন-৪ (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি মিউজিয়াম সংস্কার ও উন্নয়ন) ও সাব-জোন-৫ (জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি মিউজিয়াম সংস্কার ও উন্নয়ন) এবং জোন এ (মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স) এর ড্রয়িং ডিজাইন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে। নকশা অনুমোদনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের নিকট নকশার প্রিন্ট ১ (এক) কপি ও সিডি ১ (এক)টি পেন ড্রাইভ ১(এক)টি, এবং প্রেজেন্টেশন এর প্রিন্ট ০১ (এক) সেট প্রেরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে উপস্থাপনের তারিখ পাওয়া গেলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট নকশা উপস্থাপন করা হবে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, আগামি ০৫/০৪/২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব দেশে আসার পর আলোচনাক্রমে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনের তারিখ জানা যাবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে শেষ করতে হবে;

(গ) নকশা অনুমোদনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(চ) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে ৬২৪.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১১৭.৬১ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৮.৮২% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৫%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৭৫.০০ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৩৭.৫০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০%। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৭.৩৭ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৯৯.৬৫%। প্রকল্প পরিচালক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানান যে, ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ত কাজের ১৩টি প্যাকেজের মধ্যে ৭টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। ৩নং প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন করে অনুমোদনের জন্য পূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে প্রস্তাব অনুমোদন হয়নি। পুনঃ দরপত্রের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। দুইবার পুনঃ দরপত্র আহ্বান করেও কোন দরপত্র পাওয়া যায়নি। ৮নং প্যাকেজের এষ্টিমেট ২০১৮ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু ২০১৮ সালের রেট সিডিউলের ভিত্তিতে প্রণীত এষ্টিমেট অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবেনা বিধায় গণপূর্ত বিভাগ দরপত্র আহ্বান করা হতে বিরত আছে। ২০২২ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী উক্ত প্যাকেজের এষ্টিমেট সংশোধিত ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডিপিপি সংশোধনের পর ৩ ও ৮নং প্যাকেজসহ অন্য প্যাকেজগুলোর দরপত্র আহ্বান করা হবে। তিনি আরও বলেন যে, সংশোধিত ডিপিপির উপর গত ২২/০১/২০২৩ তারিখ পিইসি সভা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে পিইসি সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপিতে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার নকশা ফায়ার সার্ভিস বিভাগের নিকট থেকে অনুমোদন গ্রহণ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। অনুমোদন পাওয়া সাপেক্ষে সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) সময়াবদ্ধ (Time bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক টার্গেট অনুযায়ী ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি অর্জন করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ছ) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে জানান যে, সেপ্টেম্বর/২০১৯ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৩২৬.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১০০.৬০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩০.৭৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৮%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৪০.০০ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১৫.০০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৩৭.৫০%। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৩.৩৭ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৮৯.১৩%। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পটি 'সি' ক্যাটাগরিভুক্ত হওয়ায় অর্থছাড় বন্ধ ছিল। অন্য প্রকল্প থেকে সমন্বয়ের মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। তন্মধ্যে অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ১৫.০০ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৩.৩৭ কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপিতে ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পটির ক্যাটাগরী পরিবর্তন না হওয়ায় বর্তমানে অর্থ ছাড় বন্ধ আছে। এতে প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে করা যাচ্ছে না। তাই প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বিস্তারিত উল্লেখ করে পত্র দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) অর্থ বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(জ) জামালপুর জেলা কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই/২০২০ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ২১০.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৩.১৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬.২৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭.৫০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ২০.০০ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২০.০০ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪.১৩ কোটি টাকা যা

অবমুক্তকৃত অর্থের ২০.৬৫%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের ০৭ (সাতটি) প্যাকেজের মধ্যে প্যাকেজ-১ ও ২-এর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। প্যাকেজ-৩ এসটিপি-এর প্রাক্কলন করা হয়নি। শেষের দিকে করা হবে। প্যাকেজ-৪ বহি: পানি সরবরাহ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীঘ্রই কাজ শুরু হবে। প্যাকেজ-৫ বহি:গ্যাস সরবরাহ-এর ২য় বার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্রটি ওপেন করে মূল্যায়ন কাজ চলমান আছে। প্যাকেজ-৬ বনায়ন-এর প্রাক্কলন করা হয়নি। এটি সাধারণত শেষের দিকে করা হয়। প্যাকেজ-৭ বিদ্যুতায়ন চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীঘ্রই কাজ শুরু হবে। ৭টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি ব্যতীত বাকী সবগুলো প্যাকেজের দরপত্র হয়ে গিয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, প্রকল্পটি সুষ্ঠভাবে সমাপ্তির জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ১৫/০৩/২০২৩ তারিখে আইএমইডি ও ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী টেন্ডারসহ অন্যান্য সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সমন্বয় করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঝ) কারা অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীন (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিবরণ:

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর
২.	অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	গত ১৯-১১-২০১৯ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপির উপর গত ০৭-৯-২০২২ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে। এছাড়া গত ১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত পিইসি সভার ৪.৫ নং অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ের লক্ষ্যে ০২-১১-২০২২ তারিখ গ্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ হতে ২৮-১২-২০২২ তারিখ প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিআরটিএ, প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে ১০-১-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অ্যাম্বুলেন্স এর দরের বিষয়ে মতামত চেয়ে ৩১-১-২০২৩ তারিখ প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ বরাবরে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ এর মতামতের ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত চেয়ে ২২-২-২০২৩ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	কারা অধিদপ্তর

৩.	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল, কেরানিগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর
৪.	এ্যাকসেস টু জাস্টিস থ্রু প্রিজন এন্ড পলিসি রিফর্মস প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩)	গত ০৯-৮-২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের টিএপিপি সংশোধন করে ২৬ মে ২০২২ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে সংশোধিত টিএপিপি গত ০৩-৭-২০২২ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ থেকে ০২-৮-২০২২ তারিখ টিএপিপির উপর কিছু পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়েছে; সে মোতাবেক টিএপিপি সংশোধন করে ১৫-১১-২০২২ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ১২-১২-২০২২ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আগামী ২৯-৩-২০২৩ তারিখ প্রকল্পের এসপিইসি সভা অনুষ্ঠানের দিন ধার্য আছে।	কারা অধিদপ্তর

সভাপতি মহোদয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, উন্নয়ন প্রকল্পের যে সকল কার্যক্রম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে।

১০। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৪.০৬.০০১.২১.৮৯

তারিখ: ২৬ চৈত্র ১৪২৯
০৯ এপ্রিল ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৭) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৮) মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
৯) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
১০) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
১১) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর
১২) অতিরিক্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৩) অতিরিক্ত সচিব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৪) প্রধান প্রকৌশলী , প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর
১৫) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর

১৬) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

১৭) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৮) যুগ্মসচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৯) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর

২০) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২১) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব-এর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২২) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মোঃ মোশারফ হোসেন
উপসচিব